দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 JAN 2018 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 5 ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস

বর্তমানে ১৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছে। স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাইবার জন্য সর্বশেষ গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় পাইয়াছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা। ছয়বার সময় বৃদ্ধির পরও ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাইতে ব্যর্থ হইয়াছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ পাস হইবার পর, নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়িয়া তুলিবার বাধ্যবাধকতার নির্দেশ প্রদান করিবার পরও তেমন কোনো ফল হয় নাই। জানা গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থী হারাইবার আশঙ্কা হইতে নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়িয়া তুলিতে গড়িমসি করিতেছে। যাহারা শহরের প্রান্তসীমায় নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারা রক্ষা পাইলেও, কাহারো কাহারো নিজস্ব জমি পড়িয়াছে আশুলিয়া কিংবা সাভারের মতো স্থানে। ফলে দেখা যাইতেছে, তাহারা ক্যাম্পাস গড়িয়া তুলিলেও নগরে অবস্থিত পুরানা ভবনেই প্রধানত কার্যক্রম চালাইয়া যাইতেছে।

নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়িয়া তুলিবার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানরক্ষার প্রতিশ্রুতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। যেকোনো দালান খাড়া করাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় নাম দিয়া বাণিজ্যিকভিত্তিতে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম মান কিছুতেই অর্জন সম্ভব নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, ল্যাবসুবিধা, সহশিক্ষা কার্যক্রম, মিলনায়তন, মাঠ এবং যথেষ্ট উন্মুক্ত পরিসর। গুণী-মেধাবি শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়া, সেইরকম আদর্শ ক্যাম্পাস গড়িয়া তুলিতে পারিলে, উপরন্তু ছাত্রাবাসের সুবিধা প্রদান করিতে পারিলে শিক্ষার্থীর অভাব হইবে না, যাহাদের অপেক্ষাকৃত উচ্চবেতনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। কারণ জনবহুল দেশ বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা লইবার জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থীর সংখ্যা এত বেশি যে, অনেকেই মানসম্পন্ন পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় চাহিয়াও পাইতেছে না। চটকদারি কার্যক্রম দিয়া দ্রুত কিছু শিক্ষার্থী সংগ্রহ করিয়া দ্রুত মুনাফা অর্জন খারাপ নীতি। বরং ধীরে ধীরে একটি মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার কৃতিত্ব অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। মুনাফার বিষয়টি তখন আপনাআপনি হাজির হইবে। নূতন-পুরাতন মিলিয়া প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ শিক্ষার্থী এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়ন করিতেছে। তাহাদের সকলেই যে ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান, এমন নহে। অনেকেই কম বেতনের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ না পাইয়া, উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী হইয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বাছিয়া লইতেছে। অনেকের পিতা-মাতা কায়ক্লেশে কিংবা সম্পত্তি বিক্রি করিয়া সন্তানদের লেখাপড়ার খরচের যোগান দিতেছেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাংলাদেশে অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা হিসাবে উপস্থিত রহিয়াছে। এখন সময় হইয়াছে এই প্রতিষ্ঠানগুলির ন্যূনতম মান অর্জনের। ইহার অন্যতম পূর্বশর্ত হইল ভৌত অবকাঠামো সুনিশ্চিত করা। ছড়ানো ছিটানো ভাড়াকরা দালানঘরের পরিবর্তে নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণই হইতেছে সেই লক্ষ্য অর্জনের প্রাথমিক একটি ধাপ।

প্রশ্ন হইল, যেই নিয়ম রক্ষা করা যাইবে না, সেই নিয়ম কেন প্রবর্তন করা হইয়াছিল? এখন নিয়ম অনুসরণ না করিলে তাহার শাস্তি কী? বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়াছিল ব্যর্থ হইলে ২০১৮ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু বাস্তবে তাহাও সম্ভব হয় নাই। চট করিয়া একটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় না, কারণ উহার সহিত শত শত কিংবা হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভাগ্য জড়িত থাকে। ফলে বিষয়টি যথেষ্ট জটিল। এইক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যেমন দায়িত্বশীল আচরণ করিতে হইবে, তেমনি মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করিতে হইবে। তবে ইহা সঠিক যে, এই পর্যায়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দিকেই অভিযোগের অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে হইবে। যথেষ্ট হইয়াছে, আপনাদের যথেষ্ট সময় দেওয়া হইয়াছে, আপনারা যেমন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নগর হইতে দালান সরাইয়া সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলুন, নগরের বাহিরে বা নগরের উপকণ্ঠে।